দৈনিক বাংলা

124 তারিখ ২০/২/৮৩

১ 2

প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষকরা সাড়ে তিন ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট করেন। সকাল সাড়ে দশটায় শুরু এ ধর্মঘটের ফলে রাজধানীর যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। একটানা ৭২ ঘন্টা চলার কথা থাকলেও দুপুর দেড়টায় শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট তুলে নেয়া হয়। সেখান থেকে তাদের একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে জমায়েত হন। সেখানে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শিক্ষকদের এক জমায়েতে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের দাবী-দাওয়া মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বায়তুল মোকাররমে সকাল থেকে শিক্ষকরা জমায়েত হতে থাকেন। সাড়ে দশটায় সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ এক ভাষণে বলেন যে দাবী-দাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা রাস্তা ছাড়বেন না। তিনি সাদা কাপড়ে 'সভাপতি' লেখা একটি পতাকা হাতে নিয়ে শিক্ষকদের অবস্থান তদারক করেন। তারপর গুলিস্তানের মোড় থেকে পুরানা পল্টনের মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় শিক্ষকরা বসে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন। গুলিস্তানের সামনে, হাইকোর্টের মোড়ে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন থাকে। বেলা

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বৃহস্পতিবার ঢাকা শহরের বিভিন্ন পথে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটের ফলে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয় —দৈনিক বাংলা

২০/২/৮৩

অবস্থান ধর্মঘট

(১ম পৃঃ পর)

এগারোটার দিকে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আযাদ কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে হাতে 'সভাপতি' লেখা নিশান উড়িয়ে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেন শহীদ মিনার পর্যন্ত। মিছিলে সবুজ কাপড়ে সাদা রংয়ে 'সাধারণ সম্পাদক' লেখা পতাকা হাতে নিয়ে এক ব্যক্তিও তাকে অনুসরন করেন। সারাদিন 'সভাপতি' ও 'সাধারণ সম্পাদক' পতাকা উঁচিয়ে তারা ঘোরাফেরা করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সামনে দিয়ে স্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে। ধর্মঘটকারী শিক্ষকদের জন্যে ইউপিপি কয়েকটি ড্রামসহ পানির ব্যবস্থা করে। ইউপিপি দমকলের একটি পানিবাহী গাড়িও ভাড়া করে আনে। ড্রামগুলো থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জগে করে পানি বিতরণ করে। এ নিয়ে ইউপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে শিবিরের সেবকদের কয়েকদফা বচসা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) মুক্তাঙ্গনে একটি ছাউনী তৈরী করে দেয়।

বেলা ১২টার দিকে শিক্ষকরা তোপখানা ও শহীদ মিনার পর্যন্ত সড়কের মোড়ে মোড়ে দল বেঁধে বসে পড়েন। ফলে যানবাহন চলাচল আরো বিঘ্নিত হয়। টহলরত পুলিশ কর্মকর্তারা বুঝিয়ে-শুনিয়ে শিক্ষকদের কয়েকটি স্থান ত্যাগে সমর্থ হন। সোয়া ১টার দিকে ডিএমপির কমিশনার এ আর খন্দকার হাইকোর্টের মোড়ে শিক্ষকদের উঠে যেতে অনুরোধ জানান। শিক্ষকরা তাঁর এবং আনসারের মহাপরিচালকের গাড়িটি চলে যেতে দেন, কিন্তু রাস্তা ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন। এরপর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (মালেক) কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দলের কার্যালয় থেকে মিছিল করে শহীদ মিনার পর্যন্ত যান। প্রেস ক্লাবের সামনে দুটি অংশে বিভক্ত এ মিছিলের প্রথমটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক এবং পেছনেরটির নেতৃত্বে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব তোফায়েল আহমদ। তোপখানার মোড়ে ভাষণে জনাব রাজ্জাক শিক্ষকদের প্রতি তার দলের সমর্থনের কথা বলেন।

দুপুর দেড়টার দিকে জাসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আ স ম আবদুর রব ও যুগ্ম সম্পাদক জনাব শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে শিক্ষকরা মিছিল করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত যান। সেখান থেকে সমিতির সভাপতি একটি রিকশায় চড়েন। 'সভাপতি' লেখা ঝান্ডা নিজের হাতে উঁচু করে মিছিলটি নিয়ে কলাভবনে সমবেত হন। বিকেলে শিক্ষকদের সমর্থনে চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদের সভাপতিত্বে ইউপিপির জনসভায় সভাপতি অধ্যাপক আযাদ একইভাবে 'সভাপতি' লেখা ঝান্ডা হাতে নিয়ে মিছিল নিয়ে এসে যোগ দেন। সেখানে তিনি ঝান্ডা আন্দোলিত করে শিক্ষকদের প্রতি অভিনন্দন জানান এবং শুক্রবারের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সকাল ৭টায় শিক্ষকদের আবার গুলিস্তান-জিপিও-তোপখানা সড়কে অবস্থান নিতে আহ্বান জানান। সভার পর জাসদ একটি মশাল মিছিল বের করে।

ইউপিপির জনসভা

এ ব্যাপারে গতকাল বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত ইউপিপির জনসভায় ভাষণ দেন দলের চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব জামাল হায়দারসহ বিভিন্ন নেতা।